লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে সরকারি বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবইসহ একটি পিকআপ জব্দ করা হয়েছে। এ সময় দুজনকে আটক করা হয়। গতকাল দুপুরে উপজেলার চরলরেন্স ইউনিয়নের হাজিপাড়া আল আরাফা দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা থেকে বইভর্তি পিকআপটি জব্দ করে পুলিশ। আটকৃতরা হলেন ঢাকার যাত্রাবাড়ীর বইয়ের ক্রেতা এলাকার ব্যবসায়ী মোশারেফ হোসেন ও পিকআপচালক বিশাল চৌধুরী।

জানা গেছে, গতকাল দুপুরে উপজেলার হাজিপাড়া আল আরাফা দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা থেকে পাচারকালে এলাকাবাসী বইভর্তি একটি পিকআপ আটক করেন। এ সময় তারা পিকআপে মাদ্রাসার বিভিন্ন শ্রেণির নতুন শিক্ষাবর্ষের (২০২২ সালের) বই দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে বইভর্তি পিকআপটি জব্দ এবং বইয়ের ক্রেতা ও পিকআপ চালককে আটক করে থানায় নিয়ে যান।

advertisement 3

বইয়ের ক্রেতা মোশারেফ হোসেন জানান, ওই মাদ্রাসার সুপার মাওলানা মো. নুরুল আমিন গত বৃহস্পতিবার তার ব্যক্তিগত মুঠোফোনে কল দিয়ে পুরনো কাগজ বিক্রির প্রস্তাব দেন। সে অনুযায়ী গতকাল তিনি পিকআপ নিয়ে ওই মাদ্রাসায় যান। পরে ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক ও সুপারের ভাগিনা মো. সোলাইমান অফিস কক্ষের তালা খুলে বইগুলো (প্রায় ৪০০ কেজি) পিকআপে তুলে দেন।

advertisement 4

এদিকে এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী জানান, মাদ্রাসা সুপার শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সরকারিভাবে বরাদ্দ পাওয়া বইগুলো শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ না করে মাদ্রাসায় মজুদ রাখেন। পরে বইগুলো তিনি গোপনে বিক্রি করে দেন। এর আগেও তিনি একইভাবে সরকারি বই বিক্রিকালে এলাকাবাসীর হাতে ধরা পড়েছেন। পরে প্রশাসনকে ম্যানেজ করে তিনি রক্ষা পান।

এ বিষয়ে মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক ও সুপারের ভাগিনা মো. সোলাইমানের সঙ্গে বারবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

তবে মাদ্রাসা সুপার মাওলানা মো. নুরুল আমিন দাবি করেন, ঘটনার সময় তিনি মাদ্রাসায় ছিলেন না। বই বিক্রির সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত নন।

কমলনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান জানান, জব্দকৃত বই ও দুই ব্যক্তি থানা হেফাজতে রয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আব্দুল মতিন জানান, এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। ওই কমিটির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে।